দৈনিক সংবাদ

C35

6 AUG 1987
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ৮ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের মুলতবী সভায় গতকাল শনিবার ক্যাম্পাস পরিস্থিতির ওপর অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনায় কয়েকজন সিনেট সদস্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য প্রশাসনের ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী করেন।

এর জবাবে উপ-উপাচার্য বলেন, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য লজ্জিত হতে হলে শুধু প্রশাসনকেই নয়; বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে জড়িত সবাইকেই হতে হবে।

গতকাল বিকেলে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সভাপতিত্বে সিনেট সভা শুরু হবার পর সম্প্রতি নিহত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুন্না ও হালিম এবং রিক্সাচালক আবদুর রহিম স্মরণে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ ও তাদের স্মরণে এক মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

সিনেট সদস্য অধ্যাপক ম

(শেষ পৃ: ২-এর ক: দ্র:)

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট

(১ম পাতার পর)

আখতারুজ্জামান সম্প্রতি দেশব্যাপী ৫৪ ঘন্টা হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলীতে নিহত ১০ ব্যক্তির স্মরণে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণের দাবী জানান। শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবটিও গৃহীত হয় এবং তাদের স্মরণে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়।

উপাচার্য বাজেটের ওপর অসমাপ্ত আলোচনা শুরু করার উদ্যোগ নিলে অধ্যাপক আখতারুজ্জামান সিনেট কার্যপ্রণালী বিধির ৮নং ধারা অনুযায়ী বাজেট আলোচনা স্থগিত রেখে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার প্রস্তাব দেন। উপাচার্য তাতে রাজী না হলে অধ্যাপক আখতারুজ্জামানের সাথে বেশ কিছুক্ষণ তার কথা কাটাকাটি হয়। এ সময় তারা উভয়েই পরস্পরকে আক্রমণ করে কথা বলতে শুরু করলে সভাকক্ষে উত্তেজনা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি ভোটে দেয়া হয়। ভোটে প্রস্তাবটি সমর্থিত হলে বাজেট আলোচনা স্থগিত রেখে ক্যাম্পাসের ওপর আলোচনা শুরু হয়।

আলোচনার শুরুতেই গত ১৪ ও ১৫ই জুলাইয়ের ঘটনাবলীর ওপর উপাচার্য একটি বিবৃতি দেন। তাতে তিনি বলেন, ১৪ তারিখ রাতে সূর্যসেন হল গেটে গুলীবিদ্ধ ওয়াদুদ হালিমের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি দু'ধরনের বক্তব্য পেয়েছিলেন। উত্তেজিত ছাত্রদল কর্মীরা সে রাতে বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগ (মু-না) কর্মীদের বেশ কিছু কক্ষ ভাংচুর করে। পরদিন সকালে উপাচার্য ভবনে সিন্ডিকেট সভা চলার সময় অস্ত্রধারী একদল লোক সলিমুল্লাহ হল আক্রমণ করে। সিন্ডিকেট এরপর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়।

তার আগে সিন্ডিকেটে নেয়া বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখার কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ঐ সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কিছু ছাত্র মিছিল করে তার বাসভবনে গিয়ে হল ছাড়তে অস্বীকৃতি জানালে এবং হল খালি করতে পুলিশের সহযোগিতা চেয়ে ব্যর্থ হলে সিদ্ধান্তটি স্থগিত রাখা হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে অধ্যাপক ম, আখতারুজ্জামান বলেন, ক্যাম্পাসে এখন কারো জীবন নিরাপদ নয়। উপাচার্যকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আপনি উপাচার্য হিসেবে এবং আমরা শিক্ষক হিসেবে ব্যর্থ হয়েছি। ব্যর্থ হয়েছে গোটা প্রশাসন। সর্বাধিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চ্যান্সেলরও তাঁর দায়িত্ব পালন করেননি। আমরা কখনো একথা উচ্চারণ করিনি। স্বীকার করিনি নিজেদের ব্যর্থতার কথা। এ প্রসঙ্গে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শামসুল হকের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক জামান বলেন, বর্তমান সময়ের চাইতে তিনি অনেক কম অপমানিত হয়েছিলেন। এখন শারীরিকভাবে অপদস্থ হলেও আমরা তা অস্বীকার করি। আমাদের সহ্য ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে।

তিনি বলেন, ক্ষমতার মোহ আমাদের ত্যাগ করতে হবে। উপাচার্য অস্ত্রধারীদের কথায় ওঠেন বসেন—এই অভিযোগ করে তিনি বলেন, এমন হলে পদ দখল করে রাখার কোন যৌক্তিকতা নেই।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক সাদউদ্দিন বলেন, ক্যাম্পাসের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পর তা তদন্তের জন্য যে দুটো কমিটি গঠিত হয়েছে তা তেমন কার্যকর হবে না, কারণ অস্ত্র রাখা ও তার ব্যবহার ইত্যাদির জন্য শাস্তি দেয়ার কোন বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের নেই। এ জন্য দেশে প্রচলিত আইন প্রযোজ্য হবে।

অধ্যাপক সাদউদ্দিন বলেন, বাইরের উৎস থেকে ক্যাম্পাসে অস্ত্র আসে সরকারী দুর্বলতার সুযোগে এবং অস্ত্র উদ্ধারে সরকার আন্তরিক নন। ক্যাম্পাসে গোলাগুলী ও খুনের পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেয়া ব্যবস্থা যথেষ্ট নয় বলে উল্লেখ করে তিনি এ ব্যাপারে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

শিক্ষা সমিতির সাবেক সম্পাদক ডঃ মশিহুজ্জামান বলেন, সিন্ডিকেটে দু'বার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তার বাস্তবায়ন স্থগিত রেখে যাবতীয় দায়িত্ব উপাচার্য নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। সুতরাং পরবর্তী ৩টি মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী করে তিনি বলেন, তাঁরা পরিস্থিতির উন্নতি-অবনতি অনুধাবন করতে না পেরে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

অন্যান্যের মধ্যে অধ্যাপক এ কে এম আবদুস সালাম এবং ডঃ আলমগীর সিরাজুদ্দিন আলোচনায় অংশ নেন।

সিনেট সদস্যদের অভিযোগের জবাবে উপ-উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ বলেন, ১৫ই জুলাই সলিমুল্লাহ হল আক্রান্ত হবার আগে সকাল সাড়ে ১১টা পর্যন্ত বোঝা যায়নি যে, পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে। এ ক্ষেত্রে যদি ব্যর্থতা কিছু হয়ে থাকে তাহলে তা হয়েছে বুদ্ধির দোষে। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসের গত ২৫ বছরের অবস্থা বর্তমান সময়ের চাইতে খুব বেশী ভালো ছিল না। অথচ অতীতের কোন প্রশাসনই অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। আসলে এই দায়িত্ব প্রশাসনের নয়। তিনি বলেন, বর্তমান প্রশাসন ব্যর্থ হলে তার দায়দায়িত্ব সবারই সমান।

সিনেট সভা আগামী ৩১শে আগষ্ট বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়েছে।